



## 127974 - চাকুরীজীবী নারী কভাবে ইদ্দত পালন করবেন

### প্রশ্ন

একজন চাকুরীজীবী মুসলিম নারীর স্বামী মারা গছেন। সবে নারী এমন এক দেশে রয়ছেন যে দেশে কারো নিকটাত্মীয় মারা গেলে তাকে তিনদিনের বেশি ছুটি দেয় না। এমন পরিস্থিতিতে এ নারী কভাবে ইদ্দত পালন করবেন? কনেনা তিনি যদি শরিয়ত নর্দিশেতি সময় ইদ্দত পালন করত যে তাহলে চাকুরীচ্যুত হবে। এমতাবস্থায় জীবিকা অর্জনের স্বার্থে তিনি কি দ্বীনি আবশ্যিক বিষয় বর্জন করবেন?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

তার উপর আবশ্যিক হলো শরিয়ত নর্দিশেতি সময় ইদ্দত পালন করা এবং ইদ্দত পালনকালীন গোটো সময়ে তিনি শরিয়ত নর্দিশেতি শোক পালন করবেন। দিনের বেলা তিনি চাকুরীতে যেতে পারবেন। কনেনা এটি তার গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। মৃত স্বামীর ইদ্দত পালনকারী নারীর জন্য তার প্রয়োজনে দিনের বেলায় বের হওয়া জায়যে মর্মে আলমেদরে প্রত্যক্ষ উক্তি রয়েছে। চাকুরী মানুষের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। যদি রাতের বেলা হওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে সটোও তার জন্য জায়যে হবে; চাকুরী থেকে বরখাস্ত হওয়ার আশংকার মত জরুরী প্রকেষতি। চাকুরী থেকে বরখাস্ত হলে তাকে যে কষতির মুখোমুখি হতে হবে সটো অজানা নয়; যদি সে চাকুরীটির মুখাপকেষী হয়। আলমেগণ ইদ্দত পালনকালীন সময়ে স্বামীর বাড়ী থেকে বের হওয়া জায়যে হওয়ার বেশেকছু কারণ উল্লেখ করছেন। সে কারণগুলোর কোন কোনটি চাকুরীর জন্য বের হওয়ার চয়ে তুচ্ছ। এ কষতেরে দলিল হলো আল্লাহতাআলার বাণী: “তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর”।[সূরা তাগাবুন, ৬৪: ১৬] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “যখন আমি তোমাদেরকে কোন নর্দিশে প্রদান করি তখন তোমাদের সাধ্যে যতটুকু আছে ততটুকু আদায় কর।”[হাদিসটি সর্বসম্মতক্রমে সহহি] আল্লাহই সর্বজ্ঞাণী।[ফাতাওয়া বনি বায় (২২/২০১) সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞাণী।